



## আইটিসেল ও সোশ্যাল মিডিয়া কর্মশালায়

# নাম না করে সুদীপকে তির্যক বাণে বিদ্ব কলেন মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। ক্রমতায় ফেরার জন্য দিবা স্বপ্ন দেখছেন তারা। তার জন্য খুব লক্ষ্য - জম্প করছে এক কংগ্রেস নেতা। বাস্তবে তাদের মাথায় কোন কাজ করছে না। তারা দিশাহীন। নাম না করে দল বদল কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন কে নিশানা

করে কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নাট্যকারদের কথা না শোনার জন্য এদিন জনগণের প্রতি আহ্বান রাখলেন। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপির রাজ্যস্তরীয় আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া কর্মশালায় উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন

মরীচিকার পেছনে ঘুরে লাভ হবে না। এরা মরীচিকা। একবার যায় আর একবার আসে। অনেকটা আড়শোলার জীবন চক্রের মত। একবার কংগ্রেস, একবার তৃনমূল, একবার বিজেপি, ইত্যাদি করতে করতে আবার কংগ্রেস। এটাই এদের কাজ। মানুষ কেন এদের পেছনে ঘুরবেন। ওরা নিজের স্বার্থ

সিদ্ধির জন্যই রাজনীতিতে এসেছেন। মানুষের জন্য চিন্তা করে না। মানুষ ত দুঃর অস্ত নিজেদের চিন্তাই এরা করতে পারেন না। এরা নিজেরাই ঠিক করতে পারেন না কি করবেন। আজকে বলছেন কালকে ওরা চলে আসবে। এখন আবার নিজেরা বলছে অন্যরা চলে আসুক। মানুষ এখন ওদের কথায় বিশ্বাস করে না। এ ভাবেই মঙ্গলবার আগরতলার শহীদ ভগত সিং যুব আবাসে প্রদেশ বিজেপির রাজ্যস্তরীয় আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া কর্মশালায় নিজের বক্তব্যে কংগ্রেসের প্রতি আক্রমণ শালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন তিনি রাজ্য পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়নের তথ্য তুলে ধরে রাজ্য সরকার বাজেট মুখ্যমন্ত্রীর নামে ১৩ টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এদিন উঠে এসেছে জনআরোগ্য যোজনার প্রসঙ্গ। এই

৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ তুললেন তিনি। সেসময় বিজেপির কমিটির তরফে পেশ করা তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন গোটা দেশ এখন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। ভারত মালা প্রকল্প, আয়ুত্মান ভারত প্রকল্প সহ বিভিন্ন সার্ভিস প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আসল লোকসভা নির্বাচনের আগেই তার স্পষ্টীকরণের

## জিরানীয়ায় আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতির অভিযোগ সিপিএম-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। জিরানীয়ায় আইনের শাসনের ব্যাপক অবনতি। বারবার পুলিশের হারস্থ হয়েও কোনো সুরাহা মিলছে না। বিজেপি বিরোধী কঠক স্তর করতাই উঠে পড়ে লেগেছে সেখানকার সরকার ঘনিষ্ঠ একাংশ। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এনই অভিযোগ করলেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস। তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, বারবার প্রশাসনের হারস্থ হয়েও জিরানীয়ায় আইন শৃঙ্খলার কোনো উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। জিরানীয়া সেই একই তিমিরে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, যদি বিজেপি বিরোধী কোনো কঠ সেখানে থাকে তাকে স্তর করার চেষ্টা করা হয়। উনার কথায়, বাইক বাহিনীর কথা মত না চললে ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হয়

না। এই বাইক বাহিনীর সদস্যরা বিধায়ক, মন্ত্রীর নিকট জন বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেন রতন দাস। গত পাঁচ বছরে সিপিআইএম কর্মীদের কিডন্যাপ সহ বাড়ি ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এমনকি বিজেপি ছাড়া বাকি অন্যান্য দলের উপরেও একইভাবে এই হামলা ছড়তির ঘটনা চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বার বার মামলা করা হলেও কোনো প্রোগ্রামের খবর নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকি এলাকার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ গৌতম পাল নামে এক ব্যক্তি এই হামলা ছড়তির ঘটনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রতন দাস। আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় গৌতম পালের নেতৃত্বে চাঁদার নাম করে টাকা লুট করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে গুরুতর অভিযোগ তুলেন সম্পাদক রতন দাস।



মঙ্গলবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে নারীদের কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা সূনিশ্চিত সহ ৯ দফা দাবী আদায়ে রাজধানীর আগরতলায় এক র্যালীর আয়োজন করা হয়।

## ধর্ষণের শিকার সাত বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। সাত বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলো ৪৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। জানা যায়, গত শনিবার ছেলেট। টি.এস.আর হেডকোয়ার্টারে পাশে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যের জন্মদিনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন সেখানের এলাকাবাসী। সেই অনুষ্ঠানে ৭ বছরের শিশুটি যাওয়ার সময় বাড়িতে ভেঙে নিয়ে যায় ৪৫ বছরের

## প্রচার কন্ট্রোল অফিসের উদ্বোধন

# বক্সনগর উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর জন সম্পর্ক অভিযান ঘিরে ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ আগস্ট। ২০ বক্সনগর উপনির্বাচনে জোরদার ভাবে প্রচার, জন সম্পর্ক, সভা, সমিতি, জয়নিং, চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল রাত দিন একাকার করে, বক্সনগর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের নেতা-নেত্রী জাকে বসেছে। বাম থেকে সিট উদ্ধারের জন্য। বাম দুর্গের পতন করার জন্য। গোটা বক্সনগর মন্তল চ যে বেড়াচ্ছে মন্তলের নেতৃত্ব, রাজ্যের নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, যে কোন মূল্যে বামফ্রন্ট থেকে সিট উদ্ধার করে রাজ্যের বিধানসভায় পঞ্চমূল ফুটাবে বক্সনগর এর মাটিতে। তার ওই অঙ্গ হিসেবে রাজ্য উন্নয়নের স্বার্থে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশের, স্বার্থে, জনগণের কল্যাণের স্বার্থে, অঙ্গকার থেকে, আলো ফুটানোর জন্যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফেসর মুখ্যমন্ত্রী মানিক

শাহার আগমন বক্সনগর কেন্দ্রে (আজ বেলা সাড়ে তিনটার সময় বক্সনগর মণ্ডল অফিসের উপনির্বাচন পরিচালনা কমন্সলিং অফিসের গুণ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। সন্ধ্যে ছিলেন জেলাসভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, মন্তল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা, শাহ আলম মজুমদার, উপ নির্বাচনের পদপ্রার্থী, তোফাজ্জল

হোসেন, জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ, সন্ধ্যে রয়েছেন প্রকাশ দাস, অন্যান্য নেতা, নেত্রী, এবং বক্স নগর মন্তলের বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ। মুখ্যমন্ত্রী জি উনার দলবল নিয়ে মন্তল কর্তৃক উদ্বোধন করার পর, সেখান থেকে যা চলে আসেন কলসিমুরা ১৮ নং বোধ অফিস উদ্বোধনে, বোধ অফিস উদ্বোধন করার পর তিনি সরাসরি চলে যান নিত্যানন্দ রায়ের বাড়িতে, সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, নিত্যানন্দের পরিবার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন উপ নির্বাচনে তোফাজ্জল হোসেন, ভারতীয় জনতা পার্টির পদাধিষ্টি চিহ্ন ভেঙে লড়াই করছেন, উনি আপনাদের ঘরের ছেলে। তোফাজ্জল হোসেন কে ভোট দিয়ে যুক্ত করার জন্য,

৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলা আখাউড়া রেল লাইনের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। বহু প্রতিক্ষিত আগরতলা - আখাউড়া রেললাইনের সংযোগ ঘটানো হল। আজ এই পথে বাংলাদেশের অংশে রেল লাইনে \*গেংকার\* চালিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হয়। আগরতলায় এই অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থা জটুঞ্জলু এর এক সিনিয়র আধিকারিক রমন সিংলা জানিয়েছেন ট্রায়ালের সময় ইরকন, টেকনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও বাংলাদেশ রেলওয়ের আধিকারীকরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে সীমান্তের জিরা পয়েন্ট পর্যন্ত এই ট্রায়াল হয়। ট্রায়াল সফল হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, বাংলাদেশ অংশে মিটারগেজের এই ট্রেন লাইন আগরতলা থেকে ভারতীয় অংশের শেষ সীমান্ত নিশ্চিতপুর ও বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর হয়ে আখাউড়ায় সংযোগ হবে। চলতি বছরেই এই রেলপথ চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

## ছেলেকে স্কুলে দিতে গিয়ে নিখোঁজ গৃহবধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। ছেলেকে স্কুলে দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরল না গৃহবধু। ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে গৃহবধুর নিখোঁজ থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আগরতলায়। নিখোঁজ গৃহবধুর নাম দীপা দাস (২৫), স্বামীর নাম সঞ্জিত দাস। বাড়ি আমতলী থানার পাণ্ডুর পর এলাকায়। ঘটনার বিবরণের জানা যায়, দীপা দাস শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত কিছুদিন যাবত বাবার বাড়িতে ছিলেন। বাবার বাড়ি থেকে সোমবার সকালে সে নিজের প্রাথমিক বিভাগের ছেলেকে নিয়ে জয়নগর পরমানন্দ স্কুলের জন্য বের হয়েছিল। বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় সে মোবাইল নিয়ে যায়নি। ছেলেকে স্কুলে দেওয়ার পর সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি। স্কুল ছুটি হওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি বাড়ির লোকজন জানতে পারেন। গত ২৪ ঘণ্টা যাবত দীপা দাসের ভাই এবং তার বাপের বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজ খবর করলেও কোন খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে পশ্চিম মহিলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন দীপা দাসের বাবা পরিতোষ।

৬ এর পাতায় দেখুন

## ফের কংগ্রেসের গোষ্ঠী কৌন্দল

# আশীষ, সুদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। কংগ্রেসের গোষ্ঠী কৌন্দল আবারও প্রকাশ্যে। দলের বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার। দল কর্মীদের কোন কথাই শুনছে না। যাদের হাতে দায়িত্ব রয়েছে তাদের হাতে কংগ্রেস ভালো নেই। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে এনই অভিমত ব্যক্ত করলেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। মঙ্গলবার ফিসারমেন কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অর্থ সামাজিক উন্নয়নের দাবিকে সামনে রেখে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংবিধানিকভাবে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠনের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ভিমান্ড কমিটি গঠন করা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকে চেয়ারম্যান করা হয়। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলকে নিজে একরশ ক্ষোভ উগড়ে দেন বীরজিৎ সিনহা। তিনি বলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের ভালো অবস্থা চলাচ্ছে না। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় ৪৭ টি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিল না। প্রার্থীর জন্য প্রত্যাশিত নেতৃত্ব হতাশায় রয়েছে। উনার কথায়, উপ-নির্বাচনে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস কিভাবে লড়াই করবে তার জন্য বর্তমান পরিচালন কমিটিকে ফর্মুলাও বৈধে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপিকে পরাস্ত করতে এই ফর্মুলাতে এগিয়ে যায়নি কমিটি। সুতরাং বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্য থাকলে সেই ফর্মুলা অনুসরণ করা দরকার ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের কমিটির অন্যদিকে কংগ্রেসের অপর বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের জাতীয় কংগ্রেস দলের ওয়াকিং কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সুদীপ রায় বর্মন জাতীয় কংগ্রেস দলের ওয়াকিং কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হওয়ার ফলে কংগ্রেসের কতটা উন্নতি হবে তা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। তবে কংগ্রেস দলের রাজ্যের দায়িত্ব যাদের হাতে আছে তারা কংগ্রেসের উন্নয়নে কিছুই করতে পারছে না বলেই



একপ্রকার নিজের জায়গায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। দলের নতুন সভাপতির কাছে তিনি খুশি নন বলেও অভিমত রাজনৈতিক মহলের। এদিকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এইদিনের কর্মশালায় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন, পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হল ত্রিপুরা। রাজ্যের সকল অংশের মানুষের উন্নয়ন করতে চাইলে রাজ্য সরকার দেশের সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করতে পারে। ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা মানে সকল অংশের মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। উক্ত আলোচনা সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সূশান্ত চক্রবর্তী, ফিসারম্যান কংগ্রেসের সভাপতি তুষার দাস, যুব নেতা যীমান রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

**75 SEEMANTA GRAM KRANTI VIRO KE NAAM**  
(A Tribute to Freedom Fighters & Unsung Heroes)

**‘৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ত্রাণ্ডিত্তি বীরো কে নাম’**

# দ্বাদশবার সন্ধ্যাতানুষ্ঠান

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন | হল নং - ১  
২৩ আগস্ট, ২০২৩ | সন্ধ্যা ৬ টা

**উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি**  
প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

**সম্মানিত অতিথি**  
ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

**বিশেষ অতিথি**  
শ্রী দেবপ্রিয় বর্ধন, জেলা শাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা সভাপতি  
শ্রী সুরত চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান  
রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি

**দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনায়**

- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ
- রবিসুধার শিল্পীদের দ্বারা ৭৫ কণ্ঠে দেশের গান (পরিচালনায় তিথি দেববর্মণ)
- সৌরভী দেববর্মা
- নীহারিকা নাথ
- কৃষ্ণকলি সাহা
- প্রগতি নাথ
- মোহা শীল
- রাকেশ কিশোর দেববর্মণ

এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে

**অনুষ্ঠানে সবার সাদর আমন্ত্রণ**

বিদ্বার ভট্টাচার্য  
অধিকর্তা  
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ICAD-835/23



**আগরণ** আগরণতলা ০ বর্ষ-৬৯ ০ সংখ্যা ৩১০ ০ ২৩ আগস্ট ২০২৩ ইং ৫ আশ্র ০ বুধবার ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## দারিদ্র-অপুষ্টি- বাড়িতেছে

কান পাতিলেই শোনা যায়, ইন্ডিয়া ‘ডিজিটাল’ হইতেছে। দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করিতেছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসিতেছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হইতেছে। কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় আসিয়াছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অন্যাহার বাড়িতেছে। ক্রমশ ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামিতেছে দেশ। এমনকি শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টির খাবারটুকু পাইতেছে না। বাড়িতেছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশুর অপুষ্টি। এসব কেন ঘটতেছে, প্রশ্ন তুলিলেই এক দল ধুরধুর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নাই। পপুলেশন না কমিলে কিছুই করা যাইবে না। এত মানুষ যাইবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাইবে কে? তাঁহাদের মতে, জনসংখ্যাই হইতেছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই ‘পপুলেশন’। তাহাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই সবার খাদ্য মিলিতেছে না, সবার কাজ জুটিতেছে না। গভীরে ভাবিলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যি কি সবার জন্য খাদ্য নাই? বাজারের, শপিং মলে গেলে খারে খারে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কাহারো? কখনও শোনা গেছে, আস্থানি-আস্থানির মতো শিল্পপতি বা তাহাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুই অভাব হইয়াছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অন্যাহার, যত বেকারি, যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খাটিয়া খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়িতেছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতেছে। বিগত দুই বছরের করোনো আক্রমণের কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ যেহিস্ত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হাটিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন, পথশ্রমে অন্যাহারে অসুস্থ হয়ে মারা যাইতেছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলিয়া যাইতেছে, হাসপাতালের বেড়ে অল্পজনের অভাবে মানুষ ছটফট করিতে করিতে মারা যাইতেছে সেই সময়েই কিন্তু আস্থানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতির একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়িয়াছে। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঞ্জমালিক নতুন করিয়া স্থান পাইয়াছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাহাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নাই, খাদ্য নাই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দাম না পাইয়া অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালাইয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠিলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন? আসলে এ কথা যাহারা বলেন, তাঁহাদের অক্ষেরই এটা নিজের মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করিয়া থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে ‘জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাইতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় ‘জনবিস্ফোরণ’। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলাইয়া দেখিবার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারিং ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারি ক্ষমতায় থাক, তাহারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতিয়া ক্ষমতায় বসে সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলিয়া যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবনানা এমন, যেন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে, প্রবল সশিক্ষা সত্ত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে অপারগ হইতেছে।

## উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, কলকাতা-সহ

### দক্ষিণবঙ্গকে ভোগাচ্ছে আর্দ্রতার অস্বস্তি

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): মৌসুমী অক্ষরখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় আগামী গুণ্ডরার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দুই দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বেশি বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও, মঙ্গলবার ভোরের দিকেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোথাও কোথাও ছিটোফাঁটা বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গকে এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি ভোগাচ্ছে ঘর্মাক্ত গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী পাঁচ দিন মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলার জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতে ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এই মুহূর্তে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়বে। এর ফলে অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৪ ও ২৫ আগস্ট হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দু’-একটি জেলায়। ২৬ আগস্ট কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে।

## ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে

### জোহাননেসবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা

### প্রধানমন্ত্রী, গ্রিসেও রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহাননেসবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৪ দিনের সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি গ্রিসেও একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে জোহাননেসবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দেশ ছাড়ার প্রাক্কালে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, দক্ষিণ গোলাার্ধের উত্তরপার্শ্বের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার প্র্যাটফর্ম প্রদান করে ব্রিকস’ ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহাননেসবার্গে তিন দিনের সফরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি মাতামেলা সিরিল রামাকোসার আমন্ত্রণে ১৫-তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিবেন তিনি। ২০১৯ সালের পর এটিই হবে প্রথম ফার্স্ট-ইন-পার্সন ব্রিকস শিখর সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের পরে অ্যেজিভ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রিকস- আফ্রিকা আউটরিচ এবং ব্রিকস প্রাস সংলাপেও অংশ নেবেন, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা আমন্ত্রিত অন্যান্য দেশগুলি থাকবে। এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী জোহাননেসবার্গে উপস্থিত কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর গ্রিস সমকক্ষ কিরিয়াকোস মিচেসোটাকিসের আমন্ত্রণে চলতি মাসের ২৫ তারিখে গ্রিসে সরকারি সফর করবেন। ৪০ বছরের মধ্যে এটিই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম গ্রিস সফর।

# বিলুপ্তির পথে বাংলার শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি

‘এখানে ভাষা চূপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালাে অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে’, একসময় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কথাগুলি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন ছিল অন্য যুগ। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে কত থ গ্রন্থাগারই না সেদিন জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দিয়েছিল পাঠকের সামনে। আজ সেগুলির অধিকাংশই জীর্ণ মলিন দশা। কিছু কিছু আক্ষরিক অর্থেই ধুঁকছে। কিছু কিছু লুপ্ত।

প্রতি বছরই ১১ আগস্ট দিনটিতে আমাদের মনে পড়ে যায় ‘জাতীয় গ্রন্থাগারিক দিবস’ের কথা। কিন্তু কেউই প্রশ্ন করি না কীভাবে উৎপত্তি হল এই দিবসের। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ এস আর রঙ্গনাথনের জন্মদিনটিকেই ‘জাতীয় গ্রন্থাগারিক দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। তিনিই প্রথম গ্রন্থাগারকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা-চেতনা, সৃজনশীলতা, জ্ঞান উন্মেষের পীঠস্থান হিসেবে যুগ যুগ ধরে কাজ করে চলেছে। সমাজ তাই গ্রন্থাগারের ভূমিকার অপরিসীম। শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি আজও গ্রাম-শহরের বৃক্কে অতন্ত্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এরকম কিছু গ্রন্থাগারের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উঠে আসে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র কথা। অজ্ঞানতার বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং রয়্যাল সোসাইটির ফেলো স্যার উইলিয়াম জোসের স্বপ্নের বাস্তব রূপ হল ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’। উইলিয়াম জেসে ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ৩০ জন বিনোদ্যেসাহাইকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন এই বিদ্যাচর্চার ভবনটি। তৎকালীন সময়ে ‘গ্রন্থাগার’ একটি সভ্য, সুশিক্ষিত, সোসাইটির সভ্য হতে পারত

## রাজু পারাল

শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানরা। কিন্তু পরে ১৮২৯ সালে ড. হোরসের উইলসনের প্রস্তাবে কয়েকজন ভারতীয়কে প্রথম বারের জন্য সভ্য করা হয়েছিল। তাঁরা হলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, রামকমল সেন প্রমুখ। এই সোসাইটিতে আছে অ্যাকিওলজিক্যাল, এথনোলজিক্যাল ও জুলজিক্যাল শ্রব্ধ বা জিনিপাত। মুঘল সম্রাটের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, রতিন চিত্রসহ কোরাণের পাণ্ডুলিপি এখানে রক্ষিত আছে সত্যে। আরবি, পার্সি, তুর্কি, পুস্ত ইত্যাদি ভাষার বই ও পুথির বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগ্রহ এখানকার অলঙ্কারস্বরূপ। এছাড়াও আছে ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, দর্শন, অভিধান ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থ। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শিল্পীদের (যেমন-রংবেনস, রেনসন্স, মুরল্যভ, অতুল বসু) আঁকা তৈলচিত্র এখানে শোভা পাচ্ছে। প্রাচীন কীর্তি সমূহের নিদর্শন, প্রাচীন মুদ্রা, পুথি, বাদ্যযন্ত্রের নমুনা, ভারতীয় পাখি, জীবজন্তু, গাছগাছালি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, আকরিক ধাতব খনিজের নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত। ২০০ বছরেরও অধিক সময়ের প্রাচীন এই গ্রন্থাগারে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। গবেষণার কাজে ব্যস্ত ব্যক্তিরাই সাহায্য পান এই গ্রন্থাগারে প্রবেশের। উনিবিশ শতাব্দীর বিশিষ্ট জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮১৮) একসময় উত্তরপাড়ার (হুগলি জেলায়) গ্রন্থাগার নির্মাণের কথা চিন্তা করেন। নারী শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ

যুগে এই গ্রন্থাগারটি শাশ্বত সাধনার পীঠস্থান হয়ে ভারতের বাইরে বহু গবেষকের কাছে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। ১৮৮২ সালের ১ জুলাই প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ তালতলা অক্ষলে ৩/১ নিয়োগী পাড়া লেনে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি’ গড়ে তোলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীগণ পাঠাগারের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থসমূহের তালিকা দেখে যে কোনও পাঠই বিস্ত্রিত হন। ‘বসুমতী’, মালঙ্ক’, ‘বঙ্গশ্রী’, ‘শনিবারের চিঠি’, ‘ভারতীয়’, ‘প্রবাসী’, ‘বঙ্গবানী’, ‘বাতায়ন’, ‘কল্লোল’, ‘উদয়ন’, ‘মানসী ও মর্মবানী’, ‘যমুনা’, ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’, ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির ঋণীয় সংসদ। ২৫ মে ১৮৯১ সালে ভবানীপুরের ৪/১ বলরাম বসু লেনে বিদগ্ধ কয়েকজন মিলে গড়ে তোলেন ‘কটেজ লাইব্রেরি’। বর্তমানে ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজের গায়েই যার অবস্থান। ‘কটেজ পাইরেটরি’, নবজরন ইসলামের ‘শেষ সওগাত’, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ ও ‘রজনী’ ইত্যাদি গ্রন্থ খানে সত্যে সুরক্ষিত। এছাড়া ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, ‘বামাবোধিনী, পত্রিকা’, ‘বিবাহীত সংগ্রহ’, ‘ভারতী’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সত্যানব’, ‘আর্যদর্পণ’ ‘সমাচার দর্পণ’, ‘দিগদর্শন’, ‘হিন্দু প্যাট্রিট’ প্রভৃতি পত্রপত্রিকার ঋণীয় তালিকা সম্ভার পাঠক ও গবেষকদের সর্বদা আনন্দ দেয়। সে

# বিশ্বায়নের উল্টো পথে

**বিশেষ প্রতিবেদন।** অতিমারি- পরবর্তী সময়ে, বিশেষত গত দেড় বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিকায় বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ দেখতে একে অপরের উপরে নির্ভরশীল ও পারস্পরিক ভাবে অপরিসীম করে তুলেছে। বিশ্বায়নের কাঠামোও এই ভাবে বদলে, বদলে ও সূক্ষ্ম। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৭০

জোগানশৃঙ্খল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ এবং তাদের কারখানা সংস্থাগুলি এই জোগানশৃঙ্খলের অংশীদার হয়। এই ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশকে একে অপরের উপরে নির্ভরশীল ও পারস্পরিক ভাবে অপরিসীম করে তুলেছে। বিশ্বায়নের কাঠামোও এই ভাবে বদলে, বদলে ও সূক্ষ্ম। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৭০

এলিমেন্টস ইত্যাদি। পণ্য সংবেদনশীলতার তকমা পেলে তার জোগানশৃঙ্খল অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্বার্থের প্রয়োগ অনেক সহজ হয়। রেজিলিয়েন্সের নতুন ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে কিছু প্রভাবশালী উন্নত দেশ তাদের ক্ষমতা খুব জরুরি। সহজ ভাবে বললে, যে কোনও সমস্যা থেকে জোগানশৃঙ্খলকে

দেশগুলি বিশ্বায়নের মূল প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা ছিল, সেই দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি এখন নিজেদের সর্বাধিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে “গ্লোবাল সাপ্লাই চেন”-এর চেহারাটাই বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বায়নের অন্যতম দিক এক বৈশ্বিক জোগানশৃঙ্খল। তার চরিত্র পাল্টে গেলে বিশ্বায়নের চেনা চেহারাটাও স্বাভাবিক ভাবেই পাল্টাবে। বর্তমান বিশ্বে মোটামুটি সব দেশেই যত ধরনের শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা রয়েছে (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে গুঁড়ু, কারখানার যন্ত্রপাতি, সামরিক খাতে ব্যবহৃত পণ্য ইত্যাদি), তার পুরোটা কোনও একটি দেশের একাধিক পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে উৎপাদন করা অসম্ভব। কারণ, সেই সব পণ্যকে ব্যবহারযোগ্য বা বাজারজাত করে তোলার আগে উত্পাদনের বিভিন্ন ধাপে যত রকম কাঁচামাল, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়, অথবা যে ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি লাগে, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত সব পণ্যের জন্য তত কাঁচামাল, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি বা শ্রমশক্তির জোগান দেওয়া কৌণও একটি দেশের একাধিক পক্ষে সম্ভব নয়; ব্যাপারটা খুবই ব্যয়বহুলও বাটে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার নিয়ম মেনে এবং বিশ্বায়নের হাত ধরে তাই পণ্য বিপণন জোগানশৃঙ্খলের কোনও একটা অংশকে এক বা একাধিক দেশে প্রভাবিত করে জোগানশৃঙ্খলের বৈশ্বিক আন্তর্জালকে বিস্তৃত করতে পারে। কারণ, বহু দেশের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত থাকবার ফলে

শতাংশ হয় জোগানশৃঙ্খল মারফত। এবং তার সিংহভাগ হল বিভিন্ন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনও উৎপাদন শিল্পের চূড়ান্ত পণ্য অন্য উৎপাদন শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় বহু ক্ষেত্রে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন পণ্যের জোগানশৃঙ্খলের এক মহাজাল রচনা করে চলেছে পৃথিবী জুড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই দেশগুলির আর্থিক অগ্রগতিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। স্পষ্টতই, বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ জটিল। জটিল ব্যবস্থার দুর্মসা দিকও অনেক। যে কোনও দেশটা গৃহস্থিক থেকে শুরু করে অতিমারি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় জোগানশৃঙ্খলের কোনও একটা অংশকে এক বা একাধিক দেশে প্রভাবিত করে জোগানশৃঙ্খলের বৈশ্বিক আন্তর্জালকে বিস্তৃত করতে পারে। কারণ, বহু দেশের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত থাকবার ফলে

নিজেদের আওতায় থাকবে এবং কোনও সমস্যা হলে রেজিলিয়েন্স মসৃণ হবে। অথচ, বিশ্ব বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা অনুসারে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী দেশের সংখ্যা বাড়লে জোগানশৃঙ্খলের রেজিলিয়েন্স বাড়বে, দুর্বলতা কমে। উল্লিখিত দুটো পছই আসলে রেজিলিয়েন্সকে আরও শক্তপাক করবার অজুহাতে



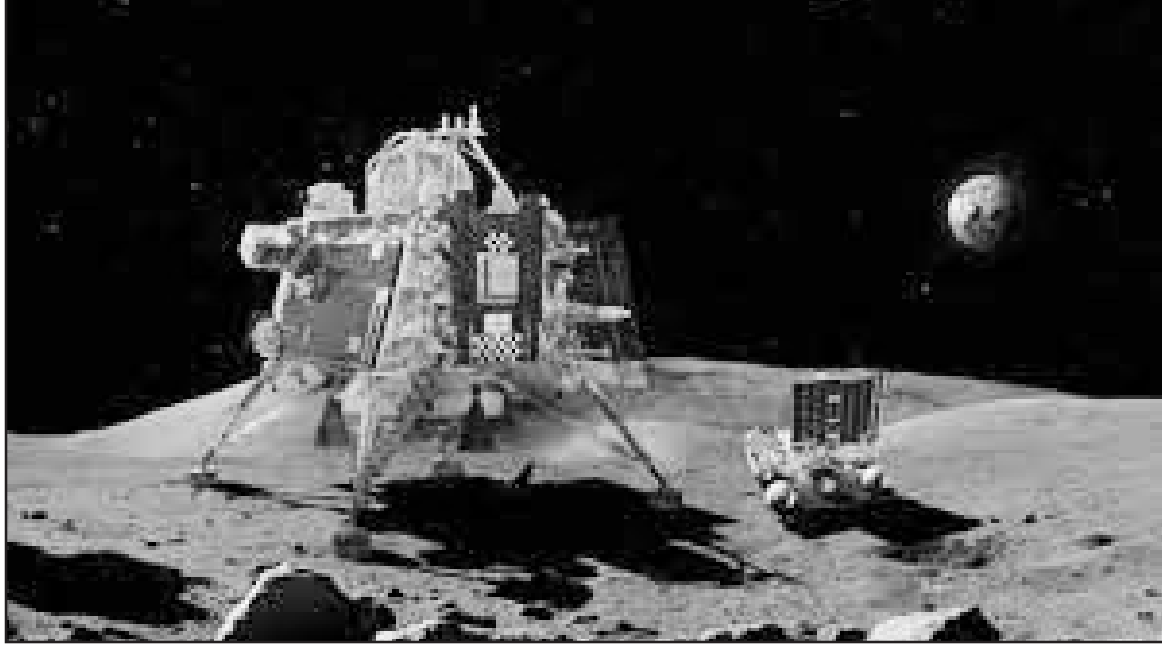
শতাংশ হয় জোগানশৃঙ্খল মারফত। এবং তার সিংহভাগ হল বিভিন্ন উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনও উৎপাদন শিল্পের চূড়ান্ত পণ্য অন্য উৎপাদন শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় বহু ক্ষেত্রে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন পণ্যের জোগানশৃঙ্খলের এক মহাজাল রচনা করে চলেছে পৃথিবী জুড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই দেশগুলির আর্থিক অগ্রগতিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। স্পষ্টতই, বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ জটিল। জটিল ব্যবস্থার দুর্মসা দিকও অনেক। যে কোনও দেশটা গৃহস্থিক থেকে শুরু করে অতিমারি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় জোগানশৃঙ্খলের কোনও একটা অংশকে এক বা একাধিক দেশে প্রভাবিত করে জোগানশৃঙ্খলের বৈশ্বিক আন্তর্জালকে বিস্তৃত করতে পারে। কারণ, বহু দেশের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত থাকবার ফলে

নিজেদের আওতায় থাকবে এবং কোনও সমস্যা হলে রেজিলিয়েন্স মসৃণ হবে। অথচ, বিশ্ব বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা অনুসারে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী দেশের সংখ্যা বাড়লে জোগানশৃঙ্খলের রেজিলিয়েন্স বাড়বে, দুর্বলতা কমে। উল্লিখিত দুটো পছই আসলে রেজিলিয়েন্সকে আরও শক্তপাক করবার অজুহাতে

একটা অবস্থা তৈরি করবে, যা তাত্ত্বিক ভাবে অসম্ভব, ও গবেষণামূলক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। বিশ্বে প্রবল অসামঞ্জস্য তৈরি হতে থাকবে পণ্যের উৎপাদন, বাজারিকরণ বা বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে। নির্দিষ্ট কিছু উন্নত দেশ এবং জোগানশৃঙ্খলের ক্ষেত্রে কিছু প্রভাবশালী বাণিজ্যিক সংস্থা এই ধরনের অবস্থায় থেকে লাভের অংশ বাড়িয়ে নিতে পারবে। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনীতিতে অস্থিরতার নিশ্চিত রাস্তা তৈরি হবে অধিকাংশ দেশে। ভারতে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রকল্পগুলির সাফল্য জোগানশৃঙ্খলের মাধ্যমে বিশেষ থেকে আদানি করা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর খুবই নির্ভরশীল। এমনকি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য খাতে ঘাটতি ভয়ানক ভাবে বাড়ছে জেনেও আদানি বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত মাসে আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেন্ট অ্যালেন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারত আমেরিকার ক্ষেত্র-শোরিং উদ্যোগের অপরিসীম অংশীদার। দুই দেশের ক্রমাগত উন্নতের সম্পর্কের আবহে উজ্জ্বলিত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু উৎপাদনীয় পণ্য, যেমন গুঁড়ু, উন্নত যন্ত্র ও প্রযুক্তি প্রভৃতির সুরক্ষিত জোগানশৃঙ্খল আমেরিকার সঙ্গে তৈরি করা ভারতের পক্ষে খুবই জরুরি। একই সঙ্গে জরুরি ক্ষেত্র-শোরিং, রি-শোরিং’এ সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না হয়ে মুক্ত বাণিজ্যকে সম্মান জানিয়ে অন্যান্য দেশ বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান বজায় রাখা। না হলে ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিশ্বায়নের পথে দশ পা এগিয়ে বিশ পা পিছিয়ে আসার সমান হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত অর্থব্যবস্থা করে তোলার উদ্যোগও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। মনে রাখা ভাল, কূটনীতি বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনও চিরস্থায়ী বন্ধু হয় না।



## বুধে চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে চলেছে ল্যান্ডার বিক্রম, নির্বিঘ্নেই সবটা সম্পন্ন করতে চায় ইসরো



নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হিস.): দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর এবার ল্যান্ডিংয়ের অপেক্ষা ইসরোর চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রম। বুধবার, ২৩ আগস্ট, সন্ধ্যা ৬.০৪ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্ধকারাচ্ছন্ন দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার কথা বিক্রমের। অস্ট্রিম সময়ের সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করতে চাইছে ইসরো। চাঁদের কক্ষপথে চুকে পড়েছিল আগেই। সফল ভাবে চন্দ্রযান-৩ থেকে রোভার প্রজ্ঞানকে নিয়ে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে ল্যান্ডার বিক্রমেরও। এই পরিস্থিতিতে চার বছর আগে চন্দ্রযান-২ এর বার্থ অভিযানে ব্যবহৃত অরবিটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ফেলেছে চন্দ্রযান-৩।

২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ল্যান্ডার 'বিক্রম'-কে চাঁদের পিঠে নামাতে

গিয়ে বার্থ হয়েছিল ইসরো-র চন্দ্রযান-২ মহাকাশযান। সেই অভিযানে পাঠানো অরবিটারটি এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই এ বারের অভিযানে ইসরো আর কোনও অরবিটার পাঠায়নি চাঁদের কক্ষপথে। চাঁদের মাটিতে নামতে কক্ষপথে থাকা চন্দ্রযান-২ এর অরবিটারেরই সাহায্য নেবে এ বার চন্দ্রযান-৩ এর সঙ্গে যাওয়া ল্যান্ডার আর তার ভিতরে থাকা রোভার। চাঁদের মাটিতে নেমে গবেষণা চালাবে দু'সপ্তাহ। ইসরো জানিয়েছে, তাঁদের ওয়েবসাইট, ইসরোর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ এবং ডিডি ন্যাশনালে বুধবার বিকেল ৫.২৭ মিনিট থেকে দেশবাসী ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযান সরাসরি দেখতে পাবেন।

### বাড়িতে হবে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা, এই দাবিতে মদনপুর স্টেশনে রেল অবরোধ

নদীয়া, ২২ আগস্ট (হিস.): লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে, এই দাবিতে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখার মদনপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানেন নিত্যযাত্রীরা। শুধুমাত্র লোকাল ট্রেন বাড়ানোই নয়, নিত্যযাত্রীদের রয়েছে আরও বেশ কিছু দাবি। লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো-সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে শিয়ালদহগামী রানাঘাট ডাউন মেমু লোকাল আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নিত্য যাত্রীরা।

বিক্ষোভরত নিত্যযাত্রীদের অনেকেই বলেছেন, ৭.৪১-এর ডাউন মেমু লোকালের পরিবর্তে ১২ বগির ট্রেন চালাতে হবে। ৭.৪১-র ট্রেন বাতিল করে তার পরিবর্তে অন্য লোকাল ট্রেন দিতে হবে। এই দু'টি-সহ আরও কয়েকটি দাবিতেই রেল অবরোধ করেন নিত্যযাত্রীরা। অবরোধের জেরে রানাঘাট-সহ একাধিক স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অফিস টাইমে নাকাল হতে হয় অন্য যাত্রীদের। এ বিষয়ে রেলের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

### পা পিছলে যমুনা নদীতে পড়ে গেলেন মহারাস্ট্রের তীর্থযাত্রী

উত্তরকাশী, ২২ আগস্ট (হিস.): মহারাস্ট্রের এক তীর্থযাত্রী পা পিছলে যমুনা নদীতে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য বিপ্লয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)। মঙ্গলবার সকালে যমুনোত্রী নদীর খাড়াটির সামনে মহারাস্ট্রের এক বয়স্ক তীর্থযাত্রী যমুনাতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। তখন তার পা পিছলে তিনি নদীতে ভেসে যান। সুত্রের তরফে জানা গিয়েছে, এসডিআরএফ তাঁকে সন্ধানের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। তবে এখনও পরায় প্রবীণ তীর্থযাত্রীর সম্পর্কে কিছুই পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, ৬০ বছর বয়সী এক তীর্থযাত্রী যমুনোত্রী হাইওয়ের কিসলা গ্রামের কাছে গাড়ি টোকের একটি হোটেলের বসবাস করছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি যমুনার তীরে পুজো দিতে গেলে পা পিছলে নদীতে ডুবে যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## আগামীকাল কোবি ব্রায়ান্টের জন্মদিন, এই দিনেও সারা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমিরা শোকাহত!

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হিস.): কোবি বিন ব্রায়ান্ট (২৩ আগস্ট ১৯৭৮ জন্ম ও ২৬ জানুয়ারি ২০২০ মৃত্যু) ছিলেন একজন কিংবদন্তি মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড়। তিনি ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ) এর লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্স দলের হয়ে ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত টানা ২০ বছর খেলেছেন। তিনি স্কুলে থাকাকালীন এনবিএতে যোগ দেন এবং তার খেলোয়াড়ি জীবনে লেকার্সের হয়ে পাঁচবার এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেন। দু'বার ফাইনালের মোস্ট ভ্যালুয়েবল খেলোয়াড় (এম ভি পি)। পেয়েছেন দু'বার অলিম্পিক সোনা। ২০১৬ তাহলে তার অবসরের পর তার দুটি জার্সি (৬ ও

২৪ নম্বর) স্মরণীয় করে রাখতে তুলে রেখেছে লেকার্স। আর কোন বাস্কেটবলার এই সম্মান পাননি। আগামীকাল তার জন্মদিন হলেও তিনি তার জন্মদিন আর কোনদিনও পালন করতে পারবেন না। কারণ গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২০ এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান সর্বকালের অন্যতম সেরা বাস্কেটবল কিংবদন্তি যুক্তরাষ্ট্রের কোবি ব্রায়ান্ট, সঙ্গে ছিল তার ১৩ বছরের মেয়ে জিয়ানা গিগি মারিয়া। তবে চার চারটে বছর পর হয়ে গেলেও ব্রায়ান্টের এইভাবে চলে যাওয়াটা এখনো কেউ বিশ্বাসই করতে পারছেন না। ২০১৫ সালে নিজের বিদায়ী মরণোন্মতের আগে বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনকে একটা চিঠি

লিখেছিলেন। সে চিঠি ছাড়াই হয়েছিল সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে, ওই চিঠি থেকে বানানো একটা অ্যানিমেশন শর্ট ফিল্মের জন্য অস্কারও জিতেছিলেন ব্রায়ান্ট। সেই চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন, কোনো দিন বাস্কেটবলকে ছেড়ে যেতে চান না। সে জানাই অবসরের পরেও মুক্ত ছিলেন বাস্কেটবলে, মোয়েকেও তের করতে চেয়েছিলেন বড় বাস্কেটবল খেলোয়াড়। কিন্তু নিয়তি! মৃত্যু ব্রায়ান্টকে কেড়ে নিল অবসরের মাত্র সাত বছর পরেই, সঙ্গে তাঁর মেয়েকেও! তাই তার জন্মদিন এলে সারা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীরা সর্বকালের সেরা এই কিংবদন্তিকে স্মরণ করে আজও শোকাহত হয়ে পড়েন।

## চন্দ্রযান-৩ নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয় : সঞ্জয় রাউত



মুম্বই, ২২ আগস্ট (হিস.): ভারতের স্বপ্নের চন্দ্রযান-৩ চাঁদে পা রাখার অপেক্ষায়। এই চন্দ্রযান-৩ নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানানেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকুরের) নেতা সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, চন্দ্রযান-৩ দেশের জন্য খুব বড় বিষয়। এটি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বছরের পর বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা সমস্ত প্রশংসার দাবিদার... কংগ্রেস অধিব্যক্তি বিজেপি সরকার হোক, আমাদের দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের সমর্থন করা। এদিকে, চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য কামনায় মঙ্গলবার দেশের রাজ্যে মানুষজন হবন ও পূজার্চনা করছেন। চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে অবতরণের জন্য প্রয়াগরাজের শ্রী মঠ বাধ্যমানাড়ি পাদিত্তে হবন করা হয়। বারাণসীর কামাখ্যা মন্দিরেও হবন-এর আয়োজন করা হয়। উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী রজেশ পাঠক বলেছেন, 'আমি দেশের নাগরিকদের এবং চন্দ্রযান-৩

মিশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রধানমন্ত্রী মৌদীর নেতৃত্বে দেশ সব বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাই। ফেব্রুই এগিয়ে যাচ্ছে।'

## বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে চিন্তিত নন রামদাস, বললেন ৩৫০-এর বেশি আসনে জিতবে এনডিএ

নাগপুর, ২২ আগস্ট (হিস.): বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট রামদাস আটওয়ালে। তাঁর মতে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জিতবে এবং ৩৫০-এর বেশি আসনে জিতবে এনডিএ। মঙ্গলবার সকালে মহারাস্ট্রের নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামদাস আটওয়ালে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে (ইন্ডিয়া জোট) দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রতিটি দলের (ইন্ডিয়া জোটের) নেতা প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।' এরপরই রামদাস আটওয়ালে যোগ করেছেন, 'আমাদের কোনও চিন্তা নেই। বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মৌদীর নেতৃত্বে এতটাই শক্তিশালী যে ২০২৪-এ জলগণ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা ৩৫০টিরও বেশি আসন জিতব।'

## ফারাক্কা সেতুতে ট্রাক্টরে ধাক্কা মেেরে রেললাইনে চলে গেল লরি, সংঘর্ষ মালগাড়ির সঙ্গেও

মালদহ, ২২ আগস্ট (হিস.): মালদহের ফারাক্কা সেতুতে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তবে, সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনায় এখনও পরায়ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার ভোরে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা উঠে যায় সেতুর পাশের রেললাইনে। মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে লরির একাংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। লরির ধাক্কায় ছিটকে গিয়েছে একটি মালবাহী ট্রাক্টরও। তবে এই ঘটনায় এখনও পরায়ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। লরিটির চালক পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে মালদহ থেকে ফারাক্কার দিকে যাচ্ছিল ১৪ চাকার ওই লরিটি। পাশের রেললাইনে একটি মালগাড়িও একই অভিমুখে এগোচ্ছিল। উল্টো দিকে ফারাক্কা থেকে মালদহে যাচ্ছিল একটি মালবাহী ট্রাক্টর। সেই সময় লরির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে, লরিটি বেগতিক হয়ে ট্রাক্টরটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় ছিটকে সেতুর রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে যায় ট্রাক্টর। অন্যদিকে, ট্রাক্টরকে ধাক্কা মেেরে রেললাইনের দিকে এগিয়ে যায় ওই লরি। রেললাইনের উপর উঠে পড়লে পিছন থেকে আসা মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর থেকেই লরির চালক পলাতক। ভাঙা ট্রাক্টর এবং লরি রাস্তার আটকে পড়ে থাকায় ফারাক্কা সেতুতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

## লাটাগুড়িতে ওভারব্রিজ থেকে নীচে পড়ল বাইক; মৃত্যু দু'জনের, জখম একজন

জলপাইগুড়ি, ২২ আগস্ট (হিস.): জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়িতে ওভারব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল বাইক আরোহী এক যুবক ও এক যুবতীর। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক যুবক, তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মঙ্গলবার ভোরে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের বিচাভাঙ্গা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে রেললাইনের ওপর বাইক-সহ ওই তিনজনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদের মধ্যে একজনের হাত-পায়ের নড়াচড়া দেখে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা স্পষ্ট নয়। তবে স্থানীয়দের অনুমান, নির্মীয়মাণ রেলওয়ে ওভারব্রিজের কিছুটা কাজ অর্ধসম্পূর্ণ। সেটা বৃষ্টিতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারব্রিজ থেকে বাইক-সহ নীচে পড়ে যান তিনি আরোহী। তাঁদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ি।

## বগটুই-এ লালন শেখের বাড়ির কাছে মিলল বোমা, উদ্ধার করল পুলিশ

রামপুরহাট, ২২ আগস্ট (হিস.): বগটুইকাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু হওয়া লালন শেখের বাড়ির বাগান থেকে বেশ কিছু বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত বগটুই গ্রামের পশ্চিমপাড়ার লালনের বাড়ি সামনের বাগান থেকে বোমাগুলি উদ্ধার হয়। বোমাগুলি মাটিতে গর্ত করে একটি প্রাপ্তিকের জারে রাখা ছিল। রামপুরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালনের বাড়ি লাগোয়া এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেই সময় উদ্ধার হয় ওই বোমাগুলি। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে সিআইডি'র বন্ধ স্কোয়াডেও। ওই এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

## কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর হেমেস্তের, ২৯ আগস্ট ধানবাদে যুবকদের হাতে তুলে দেবেন নিয়োগপত্র

রাঁচী, ২২ আগস্ট (হিস.): ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমেস্ত সোরেন আগামী ২৯ আগস্ট একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুবকদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। স্পোর্টস স্টেডিয়াম আট লেন রোডের ধানবাদে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি সোরেন চাইবাসায় নিয়োগপত্র দেওয়ার পর এখন তিনি ধানবাদে যুবকদের

নিয়োগপত্র দেবেন। এই কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়। এই চিঠিতে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। ২৯ আগস্ট প্রায় ১০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে বলেও সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। নিয়োগপত্র বিতরণের এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ধানবাদে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু উত্তর ছোটনাগপুরের সব জেলার যুবকরা

এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন। শ্রম কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ এই নিয়োগপত্র প্রদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ইদানিংকালে হেমেস্ত সোরেন ক্রমাগত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। হাজারিবাগ, কোডারমা, গিরিডিহ, ধানবাদ, বোকারো, চাতরা, রামগড় জেলার যুবকদেরও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে।

## দেহরাদুন-সহ উত্তরাখণ্ডের নানা অংশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জেলা প্রশাসনও সতর্ক



দেহরাদুন, ২২ আগস্ট (হিস.): উত্তরাখণ্ডে আবারও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত গাওয়াল ও কুমায়ল অঞ্চলের সব জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কমালা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সময়ে দেহরাদুন, পাউরি, তেহেরি, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতাল ও উধমসিংগরে ভারী বৃষ্টির শঙ্কাই ইতিমধ্যে সতর্কতা

চম্পাবত, নৈনিতালে জারি রয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমালা সতর্কতা। রাজ্যের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা রয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুন, পাউরি, তেহেরি, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতাল ও উধমসিংগরে ভারী বৃষ্টির শঙ্কাই ইতিমধ্যে সতর্কতা

অবলম্বন করেছে প্রতিটি জেলা প্রশাসন। এদিকে, উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় পুরুসাদির মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঋষিকেশ-বরীনাথ জাতীয় সড়ক-৫৮ চামোলি। জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুরুসাদিতে প্রায় আড়াইশ মিটার অংশ তলিয়ে গেছে। পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

## হাসপাতালেই রাত কাটালেন স্বাতী, দেখা করতে পারলেন না নির্যতিতা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হিস.): হাসপাতালে ভর্তি নির্যতিতার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না পুলিশ। দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না তার মায়ের সঙ্গেও। পুলিশের বিরুদ্ধে 'গুণ্ডাগিরি'র অভিযোগ তুললেন দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। শুধু তাই-ই নয়, নির্যতিতার সঙ্গে দেখা করবেন বলে হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে রাত কাটালেন তিনি। মঙ্গলবার বেলায় দিকে অবস্থা হাসপাতালের বাইরে বেরোন স্বাতী। তিনি বলেছেন, '২৪ ঘণ্টার বেশি হয়ে গিয়েছে, সোমবার দুপুর ১২টা থেকে

আমাকে নির্যতিতা বা তার মায়ের সাথে দেখা করতে দেয়নি তারা। দিল্লি পুলিশ গুণ্ডাদের পুলিশ। তারা ধর্ষকদের গ্রেফতার করতে পারছে না। মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, বোঝার জন্য যে সে কোনও চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কি-না। আমি ক্ষতিপূরণ এবং আইনি সহায়তা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিল্লি পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না।' স্বাতী মালিওয়াল সোমবার সারা রাত সেন্ট সিস্টিনে হাসপাতালেই কাটিয়ে দেন। তিনি বলেন, '২৪ ঘণ্টার বেশি হয়ে গিয়েছে, সোমবার দুপুর ১২টা থেকে

হাসপাতালের বাইরে নির্যতিতা নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বলে আছি। স্বাতী আরও অভিযোগ করেন, এনসিপিসিআর নাবালিকা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারছে, তাহলে দিল্লি পুলিশ কেন তাঁকে আটকাচ্ছে? স্বাতী প্রশ্ন তোলেন, কেন দিল্লি পুলিশ এই গুণ্ডামিতে নেমেছে। স্বাতী সোমবার রাতেই স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তিনি ধর্নায় বসবসনে যতক্ষণ না তাকে নির্যতিতা বা তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে।

## জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা বাহিনী আইইডি সনাক্ত করে ধ্বংস করেছে



জম্মু, ২২ আগস্ট (হিস.): নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারিতে বার্থ হল বড় সন্ত্রাসবাদী চক্রান্ত। সোমবার গভীর রাতে নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু কাশ্মীরের জাতীয় সড়কে আইইডি সনাক্ত করে ও তার পর সেটা ধ্বংসও করে। আইইডি উদ্ধারের পর ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি রয়েছে ধরে নিয়ে পুরো জাতীয় সড়ক জুড়ে ব্যাপক তদন্ত অভিযান চালানো হয়। জম্মুর এসএসপি চন্দন কোহলি জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ আইইডি সনাক্ত করতে আরও তিন

ঘণ্টা দেরি হল জম্মুতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেত। নিরাপত্তা বাহিনী তার অভিযানের ফলে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করে তাকে নিরাপদে ধ্বংস করে। এ সময় জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় (আইইডি উদ্ধারের পর ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি রয়েছে ধরে নিয়ে পুরো জাতীয় সড়ক জুড়ে ব্যাপক তদন্ত অভিযান চালানো হয়। জম্মুর এসএসপি চন্দন কোহলি জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ আইইডি সনাক্ত করতে আরও তিন

একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখা যায়। সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেয়ে তদন্ত শুরু হয়। তারপর ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডাকা হয়। তদন্তের সময় সন্দেহজনক বস্তুটি একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বলে প্রমাণিত হয়। বস্তুটি সোমবার রাতেই স্পষ্ট (বিডিএস) ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে আইইডিটিকে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে। এরপর পুরো মহাসড়কে তদন্ত চালিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর, মহাসড়কের নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।



# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## পেটের মেদ কমানোর জন্য জিমে যেতে হবে না, নিয়ম করে খেলেই হবে



পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য যুদ্ধ চলে বীতিমতো। জিমে পা ফেলার জায়গা থাকে না। ঘরে ঘরেও চলে ওজন বরানোর প্রস্তুতি। বিশেষ করে পেটের মেদ কমাতে একেবারে

শরীরচর্চা করলেই চলবে না। পেটের মেদ কমাতে নিয়ম করে খেতে হবে কয়েকটি খাবারও। তবেই হবে ছিপছিপে হওয়ার স্বপ্নপূরণ।  
রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই ভরসা রাখেন এই বাদামের উপর। কাঠবাদাম পেট ভর্তি রাখে দীর্ঘ ক্ষণ। ফলে বার বার খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। এ ছাড়া, কাঠবাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। ফলে হজমক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার। নিয়ম করে খেলে পেটের মেদ বরবে।  
চিনা বাদাম মাঝে মাঝে হঠাৎ খিদে পেলে খেতে পারেন চিনা বাদাম। এই বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে

ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। যা হজমের গোলমাল কমাতে, সেই সঙ্গে বার বার খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমাতেও এর জুড়ি মেলা ভার। বাদামে রয়েছে ভরপুর প্রোটিনও, ফলে এই বাদাম ওজন বরাবর দ্রুত।  
কাজুবাদাম ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজুবাদামের জুড়ি মেলা ভার। তবে পেটের জমে থাকা মেদ কমাতেও কাজুবাদাম খেতে পারেন। কাজুবাদামে শর্করার পরিমাণ একেবারে কম। সেই সঙ্গে ফাইবার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ফলে নিয়ম করে যদি খেতে পারেন এই বাদাম, তা হলে পুজোর আগেই বলি নায়িকাদের মতো কোমর পেতে পারেন।

## গ্যাস, অম্বলের সমস্যা এড়াতে তিন টোটকায় ভরসা রাখুন

অফিসে কাজের ব্যস্ততার মাঝে খাওয়াদাওয়ার সময়ের ঠিক নেই, তার পর সময় পেলেই বাইরের খাবারের উপর ভরসা রাখ এমন কিছু কারণের জন্য গ্যাস-অম্বল যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন খাদ্যাভ্যাসে অনিয়মের ফলে বদহজম, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা পিছু ছাড়েছে না। অফিসে ব্যস্ততার মাঝে অনেকেই খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না। পুষ্টিবিদদের মতে, দুপুরের খাবারের আদর্শ সময় হল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকার অভ্যাসের কারণে হজমের গোলমাল শুরু হয়। অথচ কাজের মাঝে সঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। তা হলে কোন উপায়ে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন? ১) ঘন ঘন জলে চুমুক: অফিসে কাজে মাঝে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক না দিয়ে সিপার বোতলে জল ভরে রাখতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সিপারে চুমুক দিন। জলে চুমুক দিতে থাকলে গ্যাস তৈরি হবে না। অনেক সময়ে খালি পেটে থাকলে মাথা ঝুপুপ করে, সেই সমস্যা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ২) একটা ফল খান: খাওয়ার সময় না পেলেও কাজের মাঝখানে সময় বার করে একটা ফল কিন্তু খেতেই হবে। কলা, আপেল, সবুজ জাতীয় একটা ফল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। সঙ্গে ফল না থাকলেও অফিসে গুঁড়ো



খেজুর রেখে দিতে পারেন। খেজুর খেলেও কিন্তু ভাল কাজ হয়। অফিসে কাজে মাঝে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক না দিয়ে সিপার বোতলে জল ভরে রাখতে পারেন। ৩) খাবার শেষে নজর: যখনই খাওয়াদাওয়া শেষ করবেন, তখন শেষপাতে একটু ঘি কিংবা গুঁড় অর্শাই খান। এই নিয়ম মানলেও কিন্তু গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হবে না।

## দু' মিনিটে বানিয়ে ফেলুন বিশেষ শরবত, পেটও ভরবে, ওজনও কমবে

সকালে অফিসে বেরনোর তাড়াতাড়ি কেউ না খেয়ে কেউ আবার ইনস্ট্যান্ট ম্যাগি কিংবা পাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়েন। শরীরের আনাচে-কানাচে মেদ জমাতে জন্ম এই অভ্যাস অনেকখানি দায়ী। অথচ তাড়াতাড়ির মাঝে এক গ্লাস ছাতুর শরবত খেয়ে নিলেই কিন্তু হতে পারে মুশকিল আসান। ছাতুতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ভাল মাত্রায় থাকে। উপকারী খনিজও থাকে বেশ ভাল পরিমাণে। ১০০ গ্রাম মাছে যেখানে ১৫ থেকে ২০ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়, সেখানে ১০০ গ্রাম ছাতুতে থাকে ২০ থেকে ২৫ গ্রাম প্রোটিন। কেরোজের ডায়েটে ছাতু রাখবেন, রইল হৃদিস। হজম ভাল হয়: ছাতুতে ফাইবারের মাত্রা বেশি, তাই ছাতু হজমের জন্য খুবই ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেটের অন্য নানা সমস্যা থেকে রেহাই পেতে হলে ছাতুতে ভরসা রাখতে পারেন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে: ওজন বরানোর চেষ্টায় থাকলে রোজের ডায়েটে ছাতু রাখতেই পারেন। ছাতুতে ফাইবার থাকে বলে দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভরা থাকে। তাই ভাজাভুজি কিংবা অস্বাদু খাবার থেকে সহজেই দূরে থাকা যায়। কোলেস্টেরল কমায়: কোলেস্টেরলের রোগীদের অনেক কিছু খাওয়া মানা। তবে তাঁরাও কিন্তু নিশ্চিন্তে ছাতু খেতে পারেন। ফাইবারের কারণেই ছাতু কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।



রক্ত শর্করার মাত্রা কমায়: ছাতুতে ভরপুর মাত্রায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে। একই সঙ্গে এর প্রাইসেমিক ইনডেক্সের মান খুব বেশি হয় না। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ছাতু

## কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে শরীরচর্চাও করতে হবে

সকালে শৌচালয়ে ঢুকলেই অনেকেই অফিস যেতে দেরি হয়ে যায়। কারণ একটাই কোষ্ঠকাঠিন্য। যাঁরা সমস্যার শিকার, তাঁদের এমনিতেই খাবার খেতে হয় মেপে। তবুও সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না এই সমস্যা থেকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ডুগলে অনেক সময় অন্য কোনও রোগেরও ঝুঁকি থাকে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে যত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়, ততই ভাল।  
ওষুধ খেয়ে কিংবা সঠিক নিয়ম মেনেও অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দূরে থাকা যায় না। এই রোগ থেকে মুক্তি

পাওয়ার আরও একটি পথ হতে পারে শরীরচর্চা। নিয়ম করে যদি ব্যায়াম করা যায়, তা হলে সফল পাওয়া সম্ভব। তবে কোন ব্যায়ামগুলি করবেন, তা জেনে নেওয়া জরুরি।  
পেটের অঞ্চলে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এই আসন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিক ভাবেই, এতে হজম প্রক্রিয়ার সুবিধা হয়। কাজেই কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে বজ্রাসন অত্যন্ত কার্যকরী।  
ভূজঙ্গাসন হজমের প্রক্রিয়ার জন্য এই আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেট এবং

## কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে

হৃদযন্ত্রের খোয়াল রাখা সহজ নয়। নিয়ম মেনে না চললে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। তবে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তখনই, যখন ডায়েটেও ভারসাম্য বজায় থাকে। হার্টের অসুখ ঠেকেতে গেলে জীবনযাপনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, একই সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শুধু তেল, ঘি, মশলা, মাখন খাওয়া বাদ দিলেই চলবে না।  
হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়বে কোন খাবারগুলি খেলে, সেগুলিও জেনে রাখা জরুরি। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে যতটা শরীরচর্চার প্রয়োজন, ততটাই দরকার খাওয়াদাওয়াও বুঝে শুনে করা। সেটা না করতে পারলে কোনওভাবেই হৃদয় ভাল রাখা



যাবে না।  
ডার্ক চকোলেট  
ডার্ক চকোলেটের ফ্ল্যাভনয়েড নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হার্টের খোয়াল রাখে ঠিকই, তবে ডার্ক চকোলেটে কিছুটা চিনি থাকেই। অতিরিক্ত ক্যালোরিও বহন করে। তাই প্রতি দিন ডার্ক চকোলেট খাবার অভ্যাস করবেন না। মাঝে মাঝে একটা বা দুটো টুকরো খেতে পারেন।  
বেরি ফ্রুটস- বেরি-জাতীয় ফলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট পাওয়া যায়, তা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। শুধু তা-ই নয়, এই ফলগুলি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ক্যালোরিও এদের ভূমিকা অনেকটাই। তাই হার্টের খোয়াল রাখতে এই ধরনের ফল উপকারী। স্ট্রবেরি, আমলকি, ব্লুবেরি, আঙুর নিয়ম করে খেলে উপকারই পাবেন।  
টোম্যাটো- এই মুহুর্তে দাম বেশি হলেও টোম্যাটোর উপকারিতা বহু। এতে থাকা লাইকোপিন হার্ট আটক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা না থাকলে পাতে রাখতে পারেন টোম্যাটো।

হৃদযন্ত্রের খোয়াল রাখা সহজ নয়। নিয়ম মেনে না চললে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। তবে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তখনই, যখন ডায়েটেও ভারসাম্য বজায় থাকে। হার্টের অসুখ ঠেকেতে গেলে জীবনযাপনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, একই সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শুধু তেল, ঘি, মশলা, মাখন খাওয়া বাদ দিলেই চলবে না।  
হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়বে কোন খাবারগুলি খেলে, সেগুলিও জেনে রাখা জরুরি। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে যতটা শরীরচর্চার প্রয়োজন, ততটাই দরকার খাওয়াদাওয়াও বুঝে শুনে করা। সেটা না করতে পারলে কোনওভাবেই হৃদয় ভাল রাখা

## চিনা পদ রান্নার সময় মেনে চললে বাড়িতেই আসবে রেস্টুরাঁর মতো স্বাদ

চিনা পদ বানাতে খুব বেশি ঝুঁকি পোহাতে হয় না। চটজলদি কোনও পদ বানাতে হলে অনেকেই বাড়িতে চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন বানিয়ে ফেলেন। তবে রেস্টুরাঁর সেই স্বাদ আর আসে কই! অনেকেই বলেন, আজিনামোটা দেওয়া হয় বলেই চিনা খাবারে স্বাদ আসে। কথাটি অবশ্য ভুল নয়। অনেকে বলেন এই উপাদানটি শরীরের পক্ষে ভাল নয়। রন্ধনশিল্পী অজয় চোপড়া কিন্তু বলেন, মাঝামাঝে আজিনামোটা খাওয়া শরীরের পক্ষে মোটেও ক্ষতিকর নয়। চিনা খাবার তো আমাদের রোজ রোজ খাই না, তাই কখনও কখনও চিনা খাবার রান্না করলে এই উপাদানটি ব্যবহার করাই যায়। তবে কেবল আজিনামোটা নয়, পাঁচ টোটকা মেনে চললে চায়না টাউনের রেস্টুরাঁর মতো চিনা খাবার আপনিও বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন। ১) নুডলস সেক্‌ করার সময়ে বিশেষত রাইস নুডলস তৈরি করার সময়ে বেশ সমস্যা হয় অনেকে। গলে গেলে তা খেতে মোটেও ভাল লাগে না। এ ক্ষেত্রে ফুটন্ত জলে নুন আর সামান্য তেল দিয়ে নুডলস সেক্‌ করে নিয়ে ঠান্ডা জলে ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। অনেকেই ঠান্ডা জলে নুডলস ধুয়ে নেন। তবে এমনিটা না করে জল ঝরানো নুডলস খালায় ছড়িয়ে তার উপর আরও খানিকটা তেল ছড়িয়ে দিন।  
২) চিনা খাবার রান্নার সময় সব উপকরণ হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন। বিভিন্ন রকম সজ্জি থেকে সস সব হাতের কাছে রেখে কড়াই খুব ভাল করে গরম করে নিয়ে রান্না শুরু করুন। চিমে অঁচে চিনা পদ রান্না করার ভুলটি করবেন না।  
৩) আপনি চাইলে সাদা তেলে চিনা খাবার বানাতেই পারেন।



তবে রেস্টুরাঁগুলিতে কিন্তু চিলি ফিশ, মাঞ্চু রিয়ানোর খেতি বানানোর সময়ই তিল তেলের ব্যবহার করা হয়, এতে স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ।  
৪) চিনা খাবারে রংবেরঙের সজ্জি বেশি ব্যবহার করা হয়। চাইনিজ ক্যাবেজ, পকচয়, রবিন বেলপেপার, পেঁয়াজ চিনা পদ রান্নার সময় এই সব সজ্জিগুলি খুব বেশি ভেজে নিলে খেতে মোটেও

## নিয়ম করে খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে

ইদানিং কিডনির সমস্যায় অনেকেই ভুগছেন। কমবয়সীদের মধ্যেও এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। জল কম খাওয়া, দীর্ঘ ক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখা, বাইরের খাবার বেশি করে খাওয়া এমন কিছু কারণেই কিডনিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুধু তো পাথর জমা নয়, কিডনিতেও আরও নানা সংক্রমণ বাসা বাঁধতে পারে। কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে বাইরে থেকে সব সময় তার আঁচ পাওয়া যায় না। কারণ ছোট থেকে দেখে এসেছেন, বাড়িতে শসা দিয়ে টক দই খাওয়া হয়। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করতে এসে হঠাৎ জানতে পেরেছেন ইয়োগার্টের কথা। বেশি উপকার হবে ভেবে খেতেও শুরু করেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, দইয়ের চেয়ে খেতে তের ভাল খেতে ইয়োগার্ট আদৌ শরীরের জন্য ভাল কি না। অনেকটা দইয়ের মতো খেতে, তৈরির পদ্ধতিতেও একই রকম, তা সত্ত্বেও ইয়োগার্ট আলাদা কেন?  
প্রোটিন, ক্যালশিয়াম এবং

উপসর্গগুলি এত মৃদু হয় যে, বোঝার উপায় থাকে না। তাই কিডনি ভাল রাখতে খাওয়াদাওয়ায় জোর দিতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কিডনিতে পাথর হওয়ার সমস্যা দূরে রাখতে পারে কয়েকটি ফল। নিয়ম করে সেগুলি খেতে কিডনি ভাল থাকবে।  
সাইট্রাস জাতীয় ফল  
ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস গোত্রের ফল কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না। তাই এই ধরনের ফল নিয়ম করে খাওয়া যায়। কমলালেবু, আনারস, পাতিলেবু, স্ট্রবেরি কিডনি ভাল রাখতে সাহায্য করে।  
আসিড-জাতীয় উপাদান ছাড়াও এই ফলে থাকা ভিটামিন সি কিডনি সুরক্ষিত রাখে।  
বেদানা  
কিডনি ভাল রাখতে বেদানাও দারুণ কার্যকরী। বেদানায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা যে কোনও রকম সমস্যা থেকে দূরে রাখে কিডনিকে। বেদানা কিডনির

জমাতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, ইয়োগার্ট তৈরি করতে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগারিকাস এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাস ব্যাক্টেরিয়ার স্ট্রেন প্রবেশ করানো হয়। যে কারণে ইয়োগার্টের স্বাদ স্বাভাবিক ভাবেই একটু টক হয়। দইয়ের চেয়ে ইয়োগার্টের টেক্সচারও আলাদা হয়। দইয়ের মধ্যে জলের ভাগ বেশি থাকে। মসৃণ হলেও মুখে দিলে বোঝা যায়, দইয়ের চেয়ে ইয়োগার্টের ঘনত্ব আলাদা। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, পদ্ধতিতে তৈরি হয় বলে ইয়োগার্টের স্বাদ হয় অনেকটা কাষ্টারের মতো।

## শসা দিয়ে টক দই

প্রোবায়োটিক খাবারের প্রধান উত্স হল দই এবং ইয়োগার্ট। তবে দুধ থেকে দই বা ইয়োগার্ট তৈরি পদ্ধতি এই দুই খাবারকে পুষ্টিগুণের দিক থেকে আলাদা করেছে। দুধ সযত্ন করে পালন না, এমন অনেকেই পুষ্টিবিদেরা দই খেতে বলেন। তা খেয়েও অনেকের পেটের সমস্যা হয়। কিন্তু ইয়োগার্ট খেলে এই ধরনের দুধের মধ্যে থাকা ব্যাক্টেরিয়াই দই



## পেঁয়াজ চাষিদের অভয় দিলেন গোয়েল, বললেন কোনও কৃষকের ভয় পাওয়ার দরকার নেই



নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২২ আগস্ট (হি.স.): পেঁয়াজ চাষিদের অভয় দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। তিনি বলেছেন, কোনও কৃষকের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। মহারাষ্ট্রে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২ লক্ষ টন পেঁয়াজ সংগ্রহ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকেই। মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়ালের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষিদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেছেন।

এদিন পেঁয়াজ চাষিদের অভয় দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল বলেছেন, 'আমরা সকলেই জানি, গত কয়েকদিনে ভারত সরকারের নিশ্চেষ্ট অনুসারে নাফেড এবং এনসিসিএফ নাসিক, লাসলগাঁও, আহমেদনগর

এবং এই অঞ্চল থেকে ৩ লক্ষ টন পেঁয়াজ কিনেছে... পেঁয়াজের উপর ৪০ শতাংশ রফতানি কর আরোপ করা হয়েছে। ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে... মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে নাফেড এবং এনসিসিএফ নাসিক, পিম্পলগাঁও, লাসলগাঁও, আহমেদনগর এবং সমগ্র অঞ্চল থেকে আরও ২ লক্ষ টন পেঁয়াজ কেনা শুরু করেছে।

প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও কেনাকাটা করা হবে। নাফেড এবং এনসিসিএফ মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাত এবং অন্যান্য এলাকা থেকে পেঁয়াজ কিনবে, যাতে কৃষকরা উৎসাহিত পণ্যের সঠিক দাম পায়। কোনও কৃষকের চিন্তা করার দরকার নেই।

### মঙ্গলবার ভোর ইডি তল্লাশি লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের অফিসে

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): প্রায় ১৮ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান শেষ করে মঙ্গলবার ভোরে যখন ইডির তদন্তকারীরা আলিপুরের লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের অফিস থেকে বেরোচ্ছেন, তখন তাঁদের হাতে একাধিক ব্যাগ।

এই লিপ্স অ্যান্ড বাউন্স সংস্থায় উচ্চ পদে চাকরি করতেন সুজয়কুমার ভট্ট। আবার তাঁরই সংস্থা এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গেও গুই সংস্থার লেনদেনের প্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন বলে দাবি। ইডি চার্জশিটে দাবি করেছে, ২০২০-২১ সালের মধ্যে কাকুর এসডি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা লেনদেন হয়েছে।

কবে কত টাকা লেনদেন, তা-ও চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি। ইডি সূত্রের খবর, প্রচুর নথি, লেজার বুক এবং হার্ড ডিস্ক উদ্ধার হয়েছে। ইডি আধিকারিকেরা এখন তল্লাশির কাজ চালাচ্ছেন, তখন বাইরে পাহারায় ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানারা। উদ্ধার হওয়া নথি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিন্দী মিলতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার সকালে ইডির তিনটি দল সুজয়কুমারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এমন পৃথক তিনটি জায়গায় তল্লাশি শুরু করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে একটি প্রকল্প এলাকায় যান ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি, লি রোডে সুজয়কুমারের মেয়ে এবং জামাইয়ের ফ্ল্যাটেও যান ইডির অফিসারেরা। একই সঙ্গে আলিপুরে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের অফিসেও যান তাঁরা। একযোগে শুরু হয় তিন জায়গায় তল্লাশি। বিষ্ণুপুর এবং লি রোডে তল্লাশির কাজ শেষ হলেও আলিপুরের অফিসে তল্লাশি গভীর ভোর পর্যন্ত।

## যাদবপুর নিয়ে অভিযোগ, পাল্টা শুভেন্দুকেই নোটস পুলিশের



কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপি যুব মোর্চার সভায় যোগ দেওয়ার হামলা চলেছে, এই অভিযোগ তুলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নং গেটের অদূরে সেই সভা থেকে ফেরার পথে তাঁর কনভয়ে হামলা চালায় বাম, অতি-বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু সমর্থক। কালো পতাকা দেখানো হয় বিরোধী দল নেতাদের।

৩ নং গেটের অদূরে সেই সভা থেকে ফেরার পথে তাঁর কনভয়ে হামলা চালায় বাম, অতি-বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু সমর্থক। কালো পতাকা দেখানো হয় বিরোধী দল নেতাদের।

মোর্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে টানা ধরনা কর্মসূচির আয়োজন করেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নং গেটের অদূরে সেই সভা থেকে ফেরার পথে তাঁর কনভয়ে হামলা চালায় বাম, অতি-বাম ছাত্র সংগঠনের কিছু সমর্থক। কালো পতাকা দেখানো হয় বিরোধী দল নেতাদের।

## কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সাগরে পৌঁছেছেন, জনসভায় ভাষণ দেবেন



সাগর, ২২ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সাগরে পৌঁছেছেন, তাঁর মঙ্গলবার জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস পার্টির জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে একদিনের অবস্থানে মঙ্গলবার সাগরে পৌঁছেছেন। দলের জাতীয় সভাপতি হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম মধ্যপ্রদেশ সফর বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। সাগরের

কাজলিভান ময়দানে আয়োজিত একটি সভায় মঙ্গলবার বক্তব্য রাখবেন তিনি। প্রায় দেড় ঘণ্টা সাগরে অবস্থানের পর দুপুর দেড়টায় ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় নতুন দিল্লি থেকে বিমানে ভোপালের রাজাজোজ বিমানবন্দরে পৌঁছন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে। কংগ্রেস সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথসহ দলীয় আধিকারিকরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে, খাড়গে বিমানে ভোপালের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সাগরে পৌঁছন ১২টা নাগাদ।

সাগরের কাজলিভান ময়দানে পৌঁছন খাড়গে ও কমলনাথ।

বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিথিজয় সিং, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ যাদব, সুরেশ পাটোয়ারি, বিরোধীদলীয় নেতা ডঃ গোবিন্দ সিং এবং দলের অন্যান্য আধিকারিকরা।

## ধর্ষণে বাধা পেয়ে স্কুলপড়ুয়াকে খুন, ক্রুত ধৃত অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ২২ আগস্ট (হি.স.): এক নাবালিকা স্কুল পড়ুয়াকে খুনের দায়ে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, ধর্ষণে বাধা পেয়েই নাবালিকাকে খুন করেছিল অভিযুক্ত। প্রাথমিক জেরায় নিজের কুকীর্তি স্বীকার করেছে সে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত মোটাজোত এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে এক নাবালিকা পড়ুয়ার নিখর দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় তদন্তে নেমে স্থানীয়দের বয়ান-সহ সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ভর করে অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে মূল অভিযুক্ত।

গুত শিলিগুড়ি মহকুমার লেলিন কলেজের বাসিন্দা মহম্মদ আব্বাস। সোমবার রাতেই বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার গুতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

তদন্তের স্বার্থে গুতকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের পাশ থেকেই ইটের টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাড়ি খাণ্ডাইল এলাকায়। স্কুল ছুটির পর হাঁটা পথেই ওই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেছিল নাবালিকা। তার সঙ্গে সাইকেলে চেপে ওই যুবক গল্প করত-করতে ফাঁকা জায়গায় দিকে গিয়েছিল। পুলিশের অনুমান কোনওভাবে ঝোপ জঙ্গলে ভরা ঘরে নাবালিকাকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপরই তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সে। নাবালিকা বাধা দেওয়ায় রাগের মাথায় ঘরে পড়ে থাকা ইট দিয়ে নাবালিকার মাথা খেঁতলে দেয় অভিযুক্ত।

ভয়ে এলাকা ছেড়ে দেয় সে। এ প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "ওই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরে ইট দিয়ে আঘাত করে তাকে প্রাণে মারা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ-সহ বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রাত একটা নাগাদ বাড়ি থেকেই মহম্মদ আব্বাসকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে।

## দুটি বাসের মুখোমুখি ধাক্কায় জখম অন্তত ১০ জন যাত্রী

হাওড়া, ২২ আগস্ট (হি.স.): দুটি বাসের মুখোমুখি ধাক্কায় জখম হলেন অন্তত ১০ জন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার বালটিকুরিতে।

আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। তবে দুটি বাসেরই গতি কম থাকায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার অফিস টাইমে বালটিকুরি বাজারে দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ৩৩ নম্বর রুটের একটি বেসরকারি বাস ডোমজুড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাকড়া-পার্ক সার্কেল রুটের একটি মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা ওই বেসরকারি বাসটিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে।

দুর্ঘটনার জেরে দুটি বাসেরই কয়েক জন যাত্রী আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাথমিক ভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাশনগর থানার পুলিশ। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ির গতি কম থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাওড়া-আমতা রোডে একের পর এক দুর্ঘটনায় ঘটছে। তাতে তাঁরা আতঙ্কিত। তাঁরা এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারির দাবি তুলেছেন। পুলিশ বাস দুটিকে আটক করেছে।

## শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা



শিমলা, ২২ আগস্ট (হি.স.): শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের দরশন কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে হিমাচল প্রদেশে আবারও ভয়াবহ আবহাওয়া। পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ এলাকা মেঘলা রয়েছে। শিমলা সহ ১০টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আগামী তিনদিন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ২৩ ও ২৪ আগস্ট ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং ২৫ আগস্ট হালুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আগামী তিন দিন এই জেলাগুলিতে ভূমিধসের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। স্থানীয় মানুষজনকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সতর্ক থাকতে বলেছে। জনসাধারণ ও পর্যটকদের ভূমিধস প্রবণ এলাকা এবং নদী-নালায় তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২৭ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে আবহাওয়া খারাপ থাকবে বলেও জানিয়েছে মৌসম ভবন।

ভূমিধসের কারণে ২৮০টি রাস্তা বন্ধ থাকবে। মাড়ি জেলায় ১৬২টি, সোলানো ৩২টি, কুল্লুতে ২৬টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে। মাড়ি জেলার এনএইচ-২১ এবং কুল্লুর এনএইচ-৩০৫ বন্ধ রয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাগর চন্দ্র জানান, সংযোগ সড়ক সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় সিজার মোড় থেকে জোগনি মাতা মন্দির পর্যন্ত অনেক যানবাহন আটকে রয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা পর্যন্ত বিকল্প পথে কুল্লু থেকে মাড়ির দিকে যানবাহন পাঠানো হয়। বাজউড়া-কামাঙ্গ সড়কেও বেশ কয়েকটি স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

## রাশিয়ায় ঢুকে 'সুপারসনিক বোম্বার' ধ্বংস করল ইউক্রেনের ড্রোন



মস্কো, ২২ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ায় ঢুকে রাশিয়ার বিমানঘাঁটির একটি সুপারসনিক বোম্বার (যুদ্ধবিমান) ধ্বংস করে দিয়েছে ইউক্রেনের ড্রোন। সোমবার সামাজিক ধ্বংস হয়ে যাওয়া শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতির সেই যুদ্ধবিমানের ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের দক্ষিণ সোলতসি-২ বিমানঘাঁটিতে একটি তুপোলভ টিইউ-২২ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হতে দেখা গেছে।

এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন, ইউক্রেন সীমান্তের উত্তর-পূর্বে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে আরও দুইটি ড্রোন আটকানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা আরও জানান, মস্কোর স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে 'সুপার-আকারের ড্রোন' দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল। এতে একটি উড়োজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া সেখানে ছড়িয়ে পড়া আশঙ্কাজনক খবর আনা হয় বলেও দাবি করছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, যুদ্ধবিমানটিতে ব্যাপকভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। বিবিসি সেন্সর ছবি বিশ্লেষণ করে যাচাই

করেছে। এদিকে ইউক্রেন এ ঘটনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। তবে সম্প্রতি মস্কোয় হামলা চালাতে কয়েক ডজন ড্রোন পাঠায় কিয়োভা ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে সর্বশেষ হামলা চালানো সোলতসি-২ বিমানঘাঁটির দূরত্ব প্রায় ৪০০ মাইল।

উল্লেখ্য, ধ্বংস হয়ে যাওয়া টিইউ-২২ যুদ্ধবিমানটি শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে ছুঁতে পারে। ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে হামলা চালাতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছে রাশিয়া। তাদের কাছে থাকা ৬০টি টিইউ-২২ যুদ্ধবিমানের বহুরে একটি ধ্বংস হওয়ায় তখন কোনও প্রভাব পড়বে না বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাশিয়ার ভূখণ্ডের অনেকটা ভেতরে গিয়ে হামলা চালানোর বিষয়টিতে ইউক্রেনের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা স্পষ্ট হচ্ছে।

## বেসরকারি স্কুলের যথেষ্ট বেতন নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন বিজেপির

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অনেকদিন ধরে অভিভাবকদের একাংশ সরব। এ নিয়ে একাধিক পথ অবলোভিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে রাজি নন রাজনৈতিক দলগুলো।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে সরকার পক্ষকে চাপে ফেলতে চেয়েছিল বিরোধী বিজেপি। কিন্তু দখল গেল, নিজেদের প্রশ্নে পাল্টা চাপে পড়ে গেল তারা।

শিক্ষামন্ত্রী ত্রাতা বসু তাঁদের জানানো, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে সরকার। এ সংক্রান্ত পদক্ষেপের জন্য বিধানসভায় একটি বিল পাশ করানোও হবে। সরকার আশা, বিরোধীরা সে সময় ওই বিলকে বিনা বাকাব্যে সমর্থন করবেন। বিলে বলা হয়েছে, কমিশন বেসরকারি স্কুলগুলির নেওয়া স্কুল



ফিজ বা বেতনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবে। একই সঙ্গে ওই অর্ধের অঙ্ক সরকারকেও জানাবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত বেতন নেওয়া নিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগও শুনবে এই কমিশন। সর্বোপরি, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের বেসরকারি স্কুলগুলির নেওয়া স্কুল

স্কুলগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করবে পারবে কমিশন। বেসরকারি স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য মাত্রাছাড়া অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘ দিন ধরেই। এই বিল আইনে পরিণত হলে বেসরকারি স্কুলের বেতন নিয়ে অভিভাবকদের দীর্ঘ অভিযোগের সমাধান হতে পারে বলে অনুমান।









The Executive Officer, Kamalpur Nagar Panchayat, Kamalpur Dhalai Tripura invites sealed tenders vide Press Nlet NO F. No. 20 (01)/NP/KMP/Vol-2/2018/717-32, Date:1 1/08/2023. For the following

Sl No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion
1	03/CE/TJB/2023-24.	Rs. 1,62,31,890/-	Rs 3,24,638/-	540 days

Bid documents can be seen in the website <http://tripuratenders.gov.in> wef 11/08/2023 and last date of downloading & bidding for bids on 08/09/2023. For more details, kindly visit <http://tripuratenders.gov.in> Not "NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER"

ICA/C-1950/23 Executive Officer  
Nagar Panchayat  
Kamalpur, Dhalai, Tripura

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-31/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.17.08.2023.**

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 31/08/2023 for 03(Three) Nos. Civil works. For details visit [website- https://tripuratenders.gov.in](https://tripuratenders.gov.in) and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1957/23 Sd/Illegible  
Executive Engineer  
R.D. Teliamura Division  
Teliamura, Khowai Tripura

**EDUCATIONAL NOTIFICATION**

Dated the 22<sup>nd</sup> August, 2023

The Counseling process of TIT Lateral Entrance Examination (TITLÉE)-2023 would be held at Nazrul Kalashetra, Agartala as per the following schedule till the availability of seats.

Date	Venue	Staggered Time	Merit Position
28/08/2023 Monday	Nazrul Kalashetra, Agartala	10:30 AM	1 to 250 & all PwD and Ex-Serv. candidates
		1:00 PM	251 to 400
		3:00 PM	401 to 517

Candidates must report **½(Half an Hour)** before the Schedule time of Counseling and put their attendance. Candidates would appear before the "Board of Counseling" with all relevant documents in original.

- TITLÉE 2023 Admit card
- Diploma mark sheets(6<sup>th</sup> semester, 5<sup>th</sup> semester, 4<sup>th</sup> semester, 3<sup>rd</sup> semester, 2<sup>nd</sup> semester, 1<sup>st</sup> semester) in proper order
- Class X mark sheet/Admit card where date of birth is mentioned
- PRTC
- Category certificate(SC/ST/PwD/Ex-servicemen)

Also one set of photocopy of all the above mentioned documents in the same order with self-attestation must be submitted by the candidates.

Counseling would be strictly on the basis of merit position in TIT Lateral Entrance Examination (TITLÉE)-2023 and reservation policy adopted by the Government of Tripura.

Any discrepancy / shortfall found in relevant document at any stage of the counseling and also at later stage, even after admission may lead to cancellation of the nomination/ admission of the candidate.

Nominated candidates may take their admissions from 29<sup>th</sup> to 31<sup>st</sup> August 2023 in the institute campus during the working hours. The admission form, challan, etc. may be downloaded from the institute's website [www.titagaratala.ac.in/admission/b-tech-lateral-admission/](http://www.titagaratala.ac.in/admission/b-tech-lateral-admission/)

N.B.: For further information please visit the institute website [www.titagaratala.ac.in](http://www.titagaratala.ac.in)

ICA/D-832/23

**2<sup>nd</sup> CLAIMANT NOTICE**

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das, Fr/IC FPU, Bagafa under Bagafa Range on 06.08.2022 vide his No. 31/FPU/Bagafa/2022-2023 dated 06.08.2022 and Forwarded by RO, Bagafa that Sri Sujit Das, Fr/IC Bagafa Range intercepted 1(one) nos. Chain saw, Machine on 06.08.2023 at 1:35 PM, at Debdutu under Kakulia Beat without any valid document.

AND WHEREAS, Sri Sujit Das, Fr/IC FPU, Bagafa under Bagafa Range seized the said Chain saw, Machine and brought in to the safe custody of Bagafa Range

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the SUB- Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act, (Tripura 2<sup>nd</sup> Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said Chain saw, for its use in commission of Forest Offence (Offence U/S 26/1(a) & (e) of Indian Forest Act 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a Claimant Notice was issued from this office vide NO.F.9-2/OR/Approved/SDFO/BGF/2020-2021/8624-631 dated 08.09.2022.

Now THEREFORE, it is brought to the notice of the legal owner of the Chain saw, to prefer his/her claim over the said Chain saw, Machine in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division), within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in Original in support to his/her Claim. Till such time said Chain saw, will remain under the safe custody of Bagafa Range if the authorized owner of said Chain saw, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex parte.

ICA/D-830/23

**2<sup>nd</sup> CLAIMANT NOTICE**

WHEREAS, it has been reported by Sri Madhab Banik Fr of RA Hrishyamukh Range on 25.07.2022 vide his OR No 29/Hrishyamukh Range/2022-2023/dated 26.06.2022 and Forwarded by RO, Hrishyamukh that Sri Madhab Banik Fr of Hrishyamukh Range intercepted 1(one) nos. Power Chain saw, Machine on 25.06.2022 at 5:00 PM, at Hariapur under Hrishyamukh Beat area without any valid document.

AND WHEREAS, Sri Madhab Banik Fr of RA Hrishyamukh Range seized the said Power Chain saw, Machine and brought in to the safe custody of Hrishyamukh Range

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon by the Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/25701-747 dated 15.11.2016 of the Forest Department, Govt of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the SUB- Section 2 of Section 52(A) of Indian Forest Act, (Tripura 2<sup>nd</sup> Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said Power Chain saw, Machine Model No S11H MS-382 Body No 11199673300A Engine No. Illegible for its use in commission of Forest Offence U/S 41 & 42 & 52(A) 1986 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a Claimant Notice was issued from this office vide NO.F.9-2/OR/Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5176-182 dated 27.07.2022.

Now THEREFORE, it is brought to the notice of the legal owner of the Power Chain saw, to prefer his/her claim over the said Chain saw, Machine in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division), within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in Original in support to his/her Claim. Till such time said Power Chain saw, Machine Model No S11H MS-382 Body No 11199673300A Engine No illegible, will remain under the safe custody of Hrishyamukh Range if the authorized owner of said Power Chain saw, fails to prefer his/her claim within the stipulated date on any working days, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex parte.

ICA/D-828/23

## এগিয়ে চলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন

### এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংঘ বন্ধপরিষ্কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘ মনে করে ফুটবল হচ্ছে মেলবন্ধনের খেলা। ফুটবল প্রেমীদের আর্থে ভালো খেলা মাঠে উপহার দেওয়াটাই হচ্ছে ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। মাঠের বাইরে কোনও রকম খেলা কোনও ভাবেই কামা নয়। ৭৬ বছর বয়সী এগিয়ে চলো সংঘ আত্মপ্রতিম প্রতিটি ক্লাব, ক্লাবের সদস্য-সদস্যা এবং প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিটি ক্লাব ও দলের সঙ্গে মাঠে খেলায় মেলবন্ধন তৈরিতে বন্ধপরিষ্কার। অহেতুক কোনও একটা ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ আনবে, সেটাও তারা প্রত্যাশা করেন না। এগিয়ে চলো সংঘ নাকি সারা বছর টিএফএ-কে চিঠিপত্র আদান প্রদান করে ব্যতিক্রম করে রাখে। এবং এগিয়ে চলো সংঘ নাকি ব্ল্যাকমেইলিং করে। এ ধরনের ভাষায় ঐতিহ্যবাহী ক্লাবকে কোনও ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করবে, সেটাও কামা নয়। উনারা অভিযোগ করেছেন ওনারের পক্ষে নাকি রেফারি হ্যান্ডবল দেয়নি। এগিয়ে চলো সংঘও বলতে পারে, তাঁদের একটা গোল বাতিল করা হয়েছে অফসাইড ঘোষণা করে। এগিয়ে চলো সংঘ তো এ বিষয়ে কোন শব্দ করেনি। কোনও ক্লাব যদি এগিয়ে

চলো সংঘকে ছোট বা দুর্বল বলে মনে করে, তবে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে সেটি দুর্ভাগ্যের হবে। এগিয়ে চলো সংঘ মনে করে প্রতিটি ক্লাব বা সংঘ প্রত্যেকেই সমান। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এগিয়ে চলো সংঘ লক্ষ্য করছে। অহেতুক অভিযোগের আন্দুল তোলা হচ্ছে এগিয়ে চলো সংঘের দিকে। এগিয়ে চলো সংঘ নাকি নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর চম্প মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগে এন্ট্রি নিয়েছে। এটা কি করে সম্ভব, এগিয়ে চলো সংঘ যথাসময়ে এন্ট্রি না দিলে টিএফএ-র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়েছে কিভাবে। এগিয়ে চলো সংঘ কোনও বেনিয়ম মেনে নেয় না। অন্যায় অবিচার দেখলেই এগিয়ে চলো সংঘ প্রতিবাদ মুখব হয়। এগিয়ে চলো সংঘ মনে করে 'অন্যায় যারা করে এবং অন্যায় যারা সহ্য' উভয়েই সমগুনে দেখি। এ পর্যন্ত এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে এমন কোন রেকর্ড নেই, কোথাও কোনও বৈধ আইনি কার্যকলাপ করেছে, বা কেউ করলে তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেনি তাও কেউ বলতে পারবে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও ক্লাব বা সংঘ শুধু এগিয়ে চলো সংঘ কেন, সং আর্দ্র মেনে চলা যে-কোনও ক্লাব বা সংঘের বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে কোন ব্যক্তি, ক্লাব বা সংঘকে অবশ্যই আরও একবার ভেবেচিন্তে মন্তব্য করা উচিত হবে। আজ সন্ধ্যায় এগিয়ে চলো সংঘে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি চঞ্চল নন্দীর উপস্থিতিতে সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত এভাবেই উনি উনার মন্তব্য তুলে ধরেন। ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল থেকে আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে এগিয়ে চলো সংঘ ভালো খেলা উপহার দেওয়ার জন্য মাঠে নামবে। ভালো খেলার মধ্য দিয়েই জয়লাভ করবে এবং দ্বি-মুকুট জিতবে বলে কর্মকর্তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যাশা করছেন।

## ফুটবল প্রেমী দর্শকদের ভালো

### খেলা উপহার দিতে মরিয়া দু-দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। শিল্পের প্রথম ম্যাচেই লড়াই করলেও হারতে হয়েছিলো। এবার জয় দিয়ে মরশুম শুরু করতে বন্ধপরিষ্কার জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলাররা। ইতোমধ্যে বাড়াতে হয়েছে শক্তি। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া দুই ফুটবলার। ওই দুই ফুটবলার কতটা ফিট তা জানা নেই কোচ আবু তাহের-এর। ওই ম্যাচে নামানো হতে পারে এনিয়ে আবু তাহেরের বক্তব্য, কী অবস্থায় ওই দুই ফুটবলার রয়েছে তা অজানা তাঁর। কারন দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেনি দুজন। তাই আজ

## ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবসে

### দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। জাতীয় ক্রীড়া দিবস তথা আগামী ২৯ আগস্ট হকের জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মুখ্যত ওই দিন রাজ্যব্যাপী প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা আয়োজনের উদ্যোগ রয়েছে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের। সোমবার ক্রীড়া সচিবের উপস্থিতিতে সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বৈঠকে ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় উপস্থিত ছিলেন না, তবে ভার্সুয়ালি যথাসময়ে তিনি তার মন্তব্য রেখেছেন। ক্রীড়া অধিকর্তা সহ যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অন্যান্য অফিসার ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্থির হয়েছে যে ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবসে রাজ্যের বিভিন্ন ইভেন্টের অ্যাসোসিয়েশনগুলোও খেলাধুলা আয়োজন করবে। ওইদিন সকালে রবীন্দ্রভবন শতবার্ষিকী প্রাঙ্গণ থেকে রেলি বের হবে, বা শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে উমাকান্ত একাডেমির সামনে এসে শেষ হবে। রাজধানীর পাশাপাশি ব্লক ও মহাকুমা স্তরের টাগ অফ ওয়ার ও কাবাডি ইভেন্টে প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করা হয়েছে। রাজ্য স্তরে খো-খো, ভলিবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। এডি নগর হকি গ্রাউন্ডে একদিনের নকআউট ভিত্তিক হকি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলেও স্থির হয়েছে।

## জুয়েলস-ত্রিবেণীর ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে চম্প

### মেমোরিয়াল ঘরোয়া এ-ডিভিশন ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকেই শুরু হচ্ছে টিএফএ আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ও ত্রিবেণী সংঘের ম্যাচ দিয়ে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে চম্প মেমোরিয়াল ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন ক্লাব ফুটবল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ফুটবলে কিকঅফ করবেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা কোচ সৃজিত ঘোষ। আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় আংশিক সূচি অনুযায়ী ২৩ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচ। তবে এর আগে হবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব। হরিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী সহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুদলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ইতোমধ্যে লীগ কমিটির সেক্রেটারি তথা টিএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা আংশিক ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ৯ দিনে ৯ টি ম্যাচ রাখা হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিদিন বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে ম্যাচ শুরু হবে। আংশিক সূচি অনুযায়ী ২৩ আগস্ট জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ও ত্রিবেণী সংঘ। ২৪ আগস্ট লাল বাহাদুর হরিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের

আগস্ট ও ফ্রেডস ইউনিয়ন ও রামকৃষ্ণ ক্লাব। ২৬ আগস্ট ত্রিবেণী সংঘ ও বীরেন্দ্র ক্লাব। ২৭ আগস্ট ফরওয়ার্ড ক্লাব ও জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। ২৮ আগস্ট টাউন ক্লাব ও ফ্রেডস ইউনিয়ন। ২৯ আগস্ট এগিয়ে চলো সংঘ ও ত্রিবেণী সংঘ। ৩০ আগস্ট লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও বীরেন্দ্র ক্লাব। ৩১ আগস্ট জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন ও রামকৃষ্ণ ক্লাব।

**PNIT NO: e-PT- XXIII/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-18/08/2023**

On behalf of the "Governor of Tripura" the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai Dist, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 31/08/2023 for 4(Four) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website <https://tripuratenders.gov.in> and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1952/23

[Er.B. Sutradhar]  
Executive Engineer  
R.D. Ambassa Division

**EMPLOYMENT NOTIFICATION**

Application(s) are invited from the eligible candidates for contractual recruitment to the post of 04 ( Four) Professor ((1-Prosthodontics & Crown & Bridge & 01- Conservative Dentistry & Endodontics , 01- Oral Pathology and Oral Microbiology & 01- Oral & Maxillofacial Surgery) for the Agartala Government Dental College & IGM Hospital, Agartala. Last date of submission of application(s) is 04- 09-2023 up to 5.00 P.M. Further details are available at office of the Director of "Health Services, Agartala & also available in [www.agme.gov.in](http://www.agme.gov.in), [www.health.tripura.gov.in](http://www.health.tripura.gov.in), [www.tripura.gov.in](http://www.tripura.gov.in) & [www.tripuranrh.gov.in](http://www.tripuranrh.gov.in) . This is issued in cancellation of earlier 'Employment Notification No. F. 3(593)-HFV/2023(Part File), dated 18'" August, 2023.

(Dr. D. Basu)  
Secretary,  
Health & FW Deptt  
Govt. of Tripura,

ICA/D-826/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

# উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন  
নতুন ধারায়

## রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন  
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১  
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০  
ই-মেল : [rainbowprintingworks@gmail.com](mailto:rainbowprintingworks@gmail.com)



